গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

এবং

জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, খুলনা এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১ ,২০১৮ - জুন ৩০ ,২০১৯

উপক্রমনিকা (Preamble)

সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, দক্ষতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে -

খুলনা জেলার জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা

এবং

মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মধ্যে

২০১৮ সালের মে মাসের ০৮ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

খুলনা **জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র**

(Overview of the Performance of the Department of Women Affairs)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছর সমূহের (3 বছর) প্রধান অর্জন সমূহ:

বিশ্বায়নের এ যুগে প্রগতিশীল সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি অত্যাবশ্যক। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীকে রাষ্ট্র ও সমাজের মূল স্রোতধারায় আনয়নের লক্ষ্যে নারী উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন ও সম অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। গত ৩ বছরে ভিজিডি কার্যক্রমের মাধ্যমে ৪২,৮৮৬ জন দরিদ্র মহিলাদেরকে খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়েছে। প্রায় ১১৫০৩ জন নারীকে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ৬৯৮৬ জন কর্মজীবী নারীকে ল্যাকটেটিং ভাতা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ৪৫৬ নারীকে ৪৫.৫০ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ১১৩০ জন নারীকে আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সাহায্য প্রার্থী মহিলাদের আইনি সহায়তা দেয়া হয়েছে। "জয়িতা অন্বেষণে" প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে যে সমস্ত নারীরা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাদের মধ্য থেকে প্রতি উপজেলায় ৫টি ক্যাটাগরীতে ৫ জন নারীকে "জয়িতা" নির্বাচন ও পুরস্কৃত করার মাধ্যমে নারীদেরকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। উদ্যোমী ও আগ্রহী নারীদেরকে উদ্যোগক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষে দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে ৯০ টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। জেলা হতে বাল্যবিয়ে নিরোধে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার জনগণকে নিয়ে সচেতনতা মূলক সভা সমাবেশ , সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। প্রায় ২২০ টি বাল্যবিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ বাস্তবায়ন কল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২০১৩ অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ :

বাল্যবিবাহ, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, লক্ষ্যভূক্ত সকল দুঃস্থ নারীকে প্রোগ্রামের অন্তর্ভূক্ত করতে না পারা, কর্মকর্তাদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের অভাব এবং মাঠ পর্যায়ে জনবলের অপ্রতুলতা অন্যতম প্রধান সমস্যা। প্রকৃত উপকারভোগী বাছাই এবং নারী উন্নয়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও সহায়তা প্রদান এ অধিদপ্তরের অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা :

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরাধিন এ জেলার ভবিষ্যত পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে, (১) তৃনমূল পর্যাযের দুস্থ ও অসহায় নারীদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় নিয়ে আসা। (2) জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১ আলোকে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২০১৩ বাস্তবায়ন, (৩) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (৪) সকল ক্ষেত্রে প্রান্তিক নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃস্টি করা, (৫) নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ (৬) বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের স্বনির্ভর করা (৭) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরাধিন সকল অর্পিত সেবার ডাটা বেইজ তৈরি, (৮) অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জন সম্পদে রূপান্তরিত করতে সহায়তা প্রদান। (৯) অফিস ব্যবস্থাপনায় আধুনিকায়ন এবং (১০) দপ্তরিক সেবার মান বৃদ্ধিকরণ।